শৈলকুপায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৩ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপার আলোচিত টিকটক আশরাফুল ওরফে বস রাফির পিতা মৃত্যুবরণকরেছেন, তার পিতার নাম আয়নুদ্দিন মন্ডল(৭০) । জানা যায়, সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নাদপাড়া গ্রামে তার মৃত্যু হয়। মৃতআয়নুদ্দিন মন্ডল ভারতের বেঙ্গালুরে নারীপাচার ও নির্যাতনের মূল হোতা টিকটক আশরাফুল ওরফে বস রাফির পিতা।

তিনি বেশ কয়েকদিন করোনাউপসর্গ নিয়ে জ¦র কাশি,সর্দ্দি রোগে বাড়িতে ভুগছিলেন বলে এলাকাবাসিরা জানান। নাদপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদের জানান, টিকটক আশরাফুলের পিতাআয়নুদ্দিন মন্ডল করোনা উপসর্গ নিয়ে কয়েকদিন বাড়িতে ভোগার পরসোমবার রাতসাড়ে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

এছাড়া একই দিন সোমবার দুপুরে একই গ্রামের হোসেনআলীমোল্লা(৮০) , নজির বিশ্বাস ৬৫ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তিনি পৌরএলাকার কবিরপুরের বাসিন্দার, শৈলকুপা উপজেলাস্বা¯’◌্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুজায়েত বিষয় টি নিশ্চিত করেছেন।

কালীগঞ্জে কলেজ মাঠে হাটু পানি, মাছ ধরায় ব্যস্ত শিশু- কিশোররা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজ মাঠে বৃষ্টিতে দীর্ঘদিন হাটু পানি জমেছে। আর এই পানিতেই মাছ ধরায় ব্যস্ত সময় পার করছে শিশু-কিশোররা। মাছ ধরতে এখন প্রতিনিয়ত মানুষ আসছে কলেজের মাঠে। দেখে মনে হচ্ছে এটি কোন মাছে ভরা পুকুর কিংবা বিল।

সোমবার সকালে সরেজমিনে কলেজ মাঠে গিয়ে দেখা যায়, কলেজটির পুরো মাঠজুড়ে পানিতে টইটুম্বুর। ঢেউ খেলছে পানিতে। ২য় তলা ভবনের নিচতলার প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পানি উঠে গেছে। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজন ছিপ (বরষি) দিয়ে মাছ ধরছেন। ইতিমধ্যে তারা কিছু মাছও পেয়েছেন। মাছের মধ্যে রয়েছে দেশি শৈল, মৃণাল কাপ, দেশি পুটি, কৈ, টাকি মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ।

একেকজন প্রায় ২/৩ কেজি করে মাছ পাচ্ছেন। কলেজপাড়া এলাকার সুজল কুমার নামের এক স্কুল ছাত্র জানান, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে কলেজ মাঠে প্রায় প্রতিদিনই ছিপ ফেলে মাছ ধরি। এখানে আশেপাশের অনেকেই মাছ ধরতে আসে। বিভিন্ন দেশি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। কলেজটির প্রাক্তন ছাত্র ওসমান গনি জুয়েল বলেন, এর আগে দেখেছি কলেজ মাঠ ছিল সবুজে ঘেরা। আর এখন দেখছি পানিতে ভরা।

শিশু-কিশোররা আগে যেখানে খেলা করতো, এখন সেখানে মাছ ধরছে। এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে পানি জমে থাকলেও তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করাটা দুঃখজনক। সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আশরাফ উদ্দিন বলেন, পাশে একটি সড়ক নির্মানের সময় শ্রমিকেরা কলেজের পানি বের হওয়া একমাত্র কালভার্টটি ইট-পাথরের খোয়া দিয়ে বন্ধ করে ফেলায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি ইউএনও ও কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়রকে জানানো হয়েছে। অচিরেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গে ৮ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। লকডাউন দিয়ে মানুষ চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ করেও যেমন সংক্রামন কমানো যাচ্ছে না তেমনি কমছে না মৃত্যুর হার। লকডাউনের ৫ম দিনেও ঝিনাইদহে করোনায় শনাক্ত ও মৃত্যু উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, সোমবার ঝিনাইদহ ল্যাবে পরীক্ষা করা ২৫০টি নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৮৬ জনের

করোনা পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন উপজেলায় করোনায় ৬ জন ও উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা: লিমন পারভেজ বলেন, তাদের অনেক সীমাবদ্ধতার পরও ২৪ ঘন্টা সাধ্যমতো সেবা পাচ্ছেন রোগীদের। হাসপাতালে লোকবলের সংকট থাকায় সেবা কিছুটা বিঘাত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

ফোন করলেই ফ্রি তে বাড়ি পৌছে দিবে অক্সিজেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি

‘ভীড়ে নয়, নীড়ে থাকুন, বাসার বাইরে গেলে মাস্ক পরুন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ফ্রি অক্সিজেন সেবা কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির আহবায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মালেক, আক্তারুজ্জামান, জাহিদুজ্জামান মনা, পৌর বিএনপির আহবায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান শেখর, থানা বিএনপির আহবায়ক মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু ও থানা বিএনপির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৫ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একটি মেডিকেল টিম এই অক্সিজেন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। করোনায় আক্রান্ত মুমুর্ষ রোগীরা মোবাইলে যোগাযোগ করলে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই অক্সিজেন সিলিন্ডার।

অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন করে দেওয়া হবে। তারুণ্যের অহংকার ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এই সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এড এম এ মজিদ জানান। জরুরী প্রয়োজনে ০১৯১১-১৩৩৫০৯, ০১৭৭৬-২৫৩০৪৮, ০১৭১১-৩৫২৯৮৩, ০১৯২৮-৭০৪৯৪৭ এই নম্বারের মোবাইলে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। ফোনে জানানোর সাথে সাথে সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও বিএনপি নেতা মজিদ জানান।

অসহায় রনজু খাতুনের পাশে দাড়ালেন ইউএনও এসএম শাহীন

পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর প্রকাশের পর অসহায় বিধবা রনজু খাতুনের পাশে দাঁড়িয়েছেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন। তিনি সোমবার ওই বিধবা নারীর হাতে এক মাসের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ তুলে দেন এবং নতুন প্রকল্প আসলে নতুন বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন।

সুত্রমতে রনজু খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতেন। এখন বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারেন না। মাথা গোজার একখন্ড জমি বা ঘরও নেই তার। পরের জমিতে রনজু খাতুন নাতি-নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। অসচ্ছল পরিবার হওয়ায় দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে।

রনজু খাতুন তার স্বামী মারা যাওয়ার পর পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কাছে একাধিকবার ঘুরেও কোন সরকারি প্রণোদনা পাননি।

এ নিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে খবর প্রকাশিত হলে বিষয়টি স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে পড়ে। তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে ওই নারীর খোঁজ-খবর নিয়ে তার পাশে দাঁড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এসএম শাহীন ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিকী তার বিধবা ভাতার কার্ডও করে দেন।

কোটচাঁদপুরে নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের কাজে অনিয়ম! কাজ বন্ধ করলেন মেয়র

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজে নিম্মমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও কাজে কারচুপির আশ্রয় নেওয়ায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

রবিবার সকালে স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবন পরিদর্শনে যান। ঘটনাস্থলে যেয়ে মেয়র দেখেন নিম্ন মানের বালি ও ঢালাই কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে কারচুপি করা হচ্ছে। এসময় তিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে কাজ বন্ধ করতে বলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা সহ প্রকৌশলী আব্দুর রহিম। এ খবর লেখা পর্যন্ত নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবনের কাজ বন্ধ ছিল।

সূত্রে জানাযায়, ২০২০ সালে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্য থেকে ১’শ শয্যা বিশিষ্ট উন্নতিকরণে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজ শুরু হয়। যা, অনিক ট্রেডিং কর্পোরেশন নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের কাজ করছে। ২ বছর মেয়াদে কাজের শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠে। নিম্মমানের বালি, ঢালাইয়ে কুচি পাথর ব্যবহার না করা, এমনকি সিডিউল অনুযায়ী কাজ না করার অভিযোগের খবর পাওয়া যায়।

২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩’শ ৯৫ টাকা ব্যায়ে নির্মিত কাজে নার্স ডরমেটরী ৫ম তলা, কনসালটেন্ট ভবন ৫ম তলা, ডক্টরস্ কোয়াটার ৪র্থ তলা (ভার্টিকাল ২য় তলা), নার্স কোয়াটার ৪র্থ তলা (১তলা সম্প্রসারন) ভবন নির্মান কাজ শুরু হয়।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কাজের অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ বিষযে কোন ব্যবস্থা

গ্রহন করেননি। স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শনে গিয়ে নিম্মমানের কাজ দেখতে পেয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

ঝিনাইদহে দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হেনস্তার শিকার দুই সাংবাদিক

ঝিনাইদহে পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হাতে আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ও মিরাজ জামান রাজ নামে দুই সাংবাদিক হেনস্তার স্বীকার হয়েছেন। এসময় পুলিশ তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। আব্দুল্লাহ আল মাসুদ আজকের পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগো নিউজের ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এবং মিরাজ জামান রাজ সাপ্তাহিক দুরন্ত প্রকাশের সম্পাদক।

ঘটনাটি ঘটেছে রোববার দুপুর দেড়টার সময় ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই মোড়ে।

সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানান, চলমান লকডাউনে বাস্তবায়নে পুলিশের সাথে স্কাউট সদস্যরা কাজ করছে। রোববার দুপুরে স্কাউটদের নিয়ে একটি স্পেশাল রিপোর্ট করার জন্য পাগলা কানাই মোড়ে যায়। সেখানে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের অনুমোতি নিয়ে এক স্কাউট সদস্যের ভিডিও বক্তব্য নেয়া শুরু করি।

এসময় খানজাহান আলী নামে এক কনেস্টবল হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে পুলিশের কোন ভিডিও নেওয়া যাবে না। তখন পুলিশকে জানিয়েছি আমরা তো আপনাদের বক্তব্য বা ভিডিও নিচ্ছি না, স্কাউট সদস্যদের বক্তব্য নিচ্ছি। এ কথা বলার পরই আমার হাতে থাকা ফোনটি কেড়ে নেন। এসময় আমার সাথে থাকা অপর সাংবাদিকের ফোনও কেড়ে নিয়ে ভিডিও ডিলিট করে দেন।

আমরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাংবাদিক পরিচয় দিলে আরো ক্ষেপে গিয়ে ওই পুলিশ সদস্য বলেন, কিসের প্রেসক্লাব? এই বলে সাংবাদিকদের নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কনেস্টবল আবুবকর, খান বাহাদুর রাকিব ও অর্ণব। ঘটনার পরপরই বিষয়টি পুলিশ সুপার, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতিকে অবহিত করেন ভুক্তভোগি দুই সাংবাদিক।

ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামকে জানালে তিনি জানান, এমন হওয়ার কথা না। আপনারা সম্ভবত পরিচয় দেননি। তারপরও বিষয়টি আমি দেখছি।

ঝিনাইদহে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ৭, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। এ বিষয়ে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানাযায়, গত ১জুলাই হলিধানী পূর্বপাড়ার একদল যুবক দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলার আয়োজন করে। খেলা শেষে পরাজিত দল বিজয়ী দলকে মিষ্টি খাওয়ানো বাবদ কিছু টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নাদিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
সংঘর্ষে হলিধানী গ্রামের রহিম বাদশার ছেলে রকিব, আব্দুস সাত্তার সিডনের ছেলে সোহাগ, আল আমিন, মোসলেমের ছেলে দেলয়ার ও নাসির উদ্দীন, ইলিয়াস, সাগর, জোয়াদ আলী ও হৃদয়সহ আরও বেশ কয়েক জন মিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলামের ছেলে সোহেল, বাহার আলীর ছেলে সজল, মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে শাহা আলম, সাইদুল ইসলামের স্ত্রী জরিনা খাতুন ও শফি উদ্দীনের ছেলে সুমন মিয়াকে পিটিয়ে জখম করে।

তাছাড়া অপর পক্ষের আল আমিন আহত হয়। সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয় এবং ওই দিন রাতেই ঝিনাইদহ সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।
এই বিষয়ে আহত সোহেল বলেন খেলা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেও তা শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশে গেলে রাকিব ও সোহাগ দলবল নিয়ে আমার উপর হামলা চালায়। আরও আমাকে বাঁচাতে এলে আহত অন্যদের কেউ সন্ত্রাসীরা মারধর করে আহত করে। আহত জরিনা খাতুন বলেন সোহেলের উপর হামলা করলে তার চিৎকারে আমরা দড়িয়ে গেলে আমাদের পিটিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। আমরা এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিচার চাই।
এছাড়া আহত সকলেই এই হামলাকারী মাদক ব্যবসায়ী রাকিব, সোহাগ, আল আমিন ও হৃদয়দের সাথে জড়িত সকলের উপযুক্ত বিচার চাই।
অপর পক্ষের আহত আল আমিন বলেন খেলা শেষে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা সন্ধ্যায় দেব বলে জানালেও তারা তা মেনে না নিয়ে আমাদের বল আটকে দেয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলে আমাদের উপর হামল চালালে আমিসহ আরও বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে। তিনি আরও বলেন এটাকোন পরিকল্পিত হামলা বা সংঘাত ছিল না। আমরা বিষয়টির সমাধান চাই।
মামলার বাদী বাহার আলী বলেন আসামীরা অর্থবিত্তশালী, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী তারা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আমাদের ছেলেদের উপর হামলা করেছে আমি এর বিচার চেয়ে থানায় মামলা করেছি। এই মামলার পর থেকেই টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী ভাড়া করে আমার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করার পরিকল্পনা করছে। হত্যা পরিকল্পনার অডিও রেকর্ড ফাস হয়েছে বলেও তিনি জানান।
এবিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ থানার এস আই শফিকুল ইসলাম বলেন এই ঘটনায় উভয় পক্ষের দুইটি অভিযোগ পেয়েছি, অভিযোগ দুটি তদন্তনাধীন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাননি রনজু খাতুন

বাড়ির কাছে যখন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর তৈরী হচ্ছিল, তখন আশায় বুক বেধেছিল ষাটোর্ধ বিধবা রনজু খাতুন। আবাসন এলাকায় গিয়ে নির্মিত ঘরগুলো দেখতো। কিন্তু রনজু খাতুনের সে আশা পুরণ হয়নি। এলাকায় সবাই ঘর পেলেও রনজুর ভাগ্যে জোটেনি প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর।

এমনকি দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বয়স্ক ভাতা ও ভিজিডির র্কাড পাননি রনজু খাতুন। রনজু খাতুনের এই ঘোরা এখনো শেষ হয়নি। এলাকার মেম্বর, চেয়ারম্যান ও নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যান ঘরের জন্য, ভাতার জন্য। রনজু খাতুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের মেয়ে। খোজঁ নিয়ে জানা যায়, রনজু খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতেন। এখন বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারেন না। মাথা গোজার একখন্ড জমি বা ঘরও নেই তার।

পরের জমিতে রনজু খাতুন নাতি-নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। অসচ্ছল পরিবার হওয়ায় দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে। রনজু খাতুন জানান, স্বামী মারা যাওয়ার পর পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কাছে একাধিকবার ঘুরেছেন। সরকারী প্রণোদনা পাননি।

এখন একটি ঘরের জন্য ঘুরছেন। তিনি জানান, পাগলাকানাই ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের জন্য আবাসন হয়েলেও তাকে একটি ঘর দেওয়া হয়নি। যারা তদ্বীর করেছেন কেবল তারাই ঘর পেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, ঘর রবাদ্দ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। সেখানে আমার কোন হাত নেই। তবে এ বছর শতভাগ ভাতা দেওয়ার কাজ চলছে। রনজু খাতুন তালিকা ভুক্ত হবেন। তিনি বয়স্ক অথবা বিধবা ভাতা পাবেন।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ৮ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১১৩

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১১৩ জন।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, রোববার সকালে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে ২’শ ৯২ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১’শ ১৩ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় রয়েছে ৪২ জন, শৈলকুপায় ১১ জন, হরিণাকুন্ডুতে ৯ জন, কালীগঞ্জে ২৮ জন, কোটচাঁদপুরে ১৫ জন ও মহেশপুরে রয়েছে ৮ জন। সিভিল সার্জন আরও জানান, গত ২৪ ঘন্টায় কালীগঞ্জ ও কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপসর্গ নিয়ে ৪ জন ও মহেশপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ২ জন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশিদ জানান, ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমনের হার আক্রান্তের হার ৩৮.৬৮ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৪ হাজার ৭’শ ৪ জনে। বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি আছে ১’শ ১৯ জন।
তিনি আরও জানান, প্রতিদিন নতুন নতুন রোগি ভর্তি হচ্ছে। রোগিদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে চিকিৎসক ও নার্সরা হিমশিম খাচ্ছে।